প্রথম আলো

তারিখ ...14 OCT 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...৪...

টাইম স্কেল জালিয়াতি করলেন দুই শ শিক্ষক

দিনাজপুরের চার উপজেলার মাদ্রাসা ও স্কুল

এ এস এম আলমগীর
বিরামপুর (দিনাজপুর) ●

দিনাজপুরে বেসরকারি মাদ্রাসা এবং মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই শতাধিক শিক্ষক 'ঘুষ দিয়ে' নিম্ন ধাপ থেকে উচ্চ ধাপে বেতন (টাইম স্কেল) পরিবর্তন করিয়েছেন। এর মধ্যে বিরামপুর, নবাবগঞ্জ, হাকিমপুর ও ঘোড়াঘাট উপজেলার বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের (৯৯ শতাংশই মাদ্রাসা) দেড় শতাধিক সহকারী মৌলভি ও সহকারী শিক্ষক রয়েছেন।

এই চারটি উপজেলার মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের রংপুর কার্যালয়ের উপপরিচালক এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তাঁদের চাইলে রংপুর কার্যালয়ের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোস্তাক হাবিব ১৫ সেপ্টেম্বর *প্রথম আলোকে* বলেছেন, এ পর্যন্ত রংপুর বিভাগে অবৈধভাবে উচ্চ ধাপে বেতন পরিবর্তনকারী ৫২৩ জন শিক্ষককে শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪০% শিক্ষকই দিনাজপুরের।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

টাইম স্কেল জালিয়াতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

চার উপজেলার ২২ জন শিক্ষক *প্রথম আলোর* কাছে ঘুষের বিনিময়ে অবৈধভাবে উচ্চ ধাপে বেতন পাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তাঁরা বলেছেন, এ জন্য প্রত্যেকে ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা দিয়েছেন। এ ছাড়া ৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান তাঁদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে উচ্চ ধাপে বেতন পরিবর্তন হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের একদল অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী এই জালিয়াতিতে জড়িত। রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা ওলামা লীগের সভাপতি ও হোসেনপুর মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি মো. আবদুল হামিদ, কছিমননেছা বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাইয়েদুল ইসলাম প্রমুখ এই লেনদেনে মধ্যস্থতা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট উপজেলার শিক্ষা কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সর্বশেষ ২০১৩ সালের মার্চে জারি করা বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল-সম্পর্কিত নির্দেশিকার বিধি ১১-এর উপবিধি ৮ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত কোনো শিক্ষক-কর্মচারী চাকরিজীবনে একটিমাত্র টাইম স্কেল প্রাপ্য হবেন। কোনো শিক্ষক টাইম স্কেল (উচ্চ ধাপে বেতনের কোড) পরিবর্তনের যোগ্য হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজ্যুলেশন করতে হবে। এরপর অনলাইনে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠাতে হবে। গত মে মাস থেকে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হয়ে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, এরপর আঞ্চলিক উপপরিচালকের মাধ্যমে স্কেল পরিবর্তনের কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত শিক্ষকদের বেশির ভাগ এর আগেই টাইম স্কেল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অল্পসংখ্যক শিক্ষকের মেয়াদপূর্তির আগেই জালিয়াতির মাধ্যমে উচ্চ ধাপে বেতন পরিবর্তন করা হয়েছে। গত জানুয়ারি থেকে পর্যায়ক্রমে এ ঘটনা ঘটেছিল।

নবাবগঞ্জ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দীপক কুমার বণিক বলেন, মাদ্রাসায় সহকারী মৌলভি শিক্ষক পদে ফাজিল বা সমমান ডিগ্রি থাকলে তিনি ৬ হাজার ৪০০ টাকার স্কেলে (১১ কোড) চাকরিতে যোগদান করবেন। যদি ওই প্রার্থীর কাম্য যোগ্যতাসহ বিএড/বিএমএড (ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন) সমমান ডিগ্রি থাকে, তবে তিনি আট হাজার (১০ কোড) টাকার স্কেল পাবেন। যদি কোনো শিক্ষক শুধু ফাজিল পাসের ডিগ্রি নিয়ে চাকরি শুরু করেন, এ ক্ষেত্রে এমপিওভুক্তির আট বছর পর ওই শিক্ষক একটি টাইম স্কেল পেয়ে সর্বশেষ আট হাজার টাকার স্কেল প্রাপ্ত হবেন। যে শিক্ষক ফাজিল ডিগ্রির পাশাপাশি বিএমএড ডিগ্রি নিয়ে চাকরিতে যোগদান করবেন, তিনি সরাসরি আট হাজার টাকার স্কেল প্রাপ্ত হবেন।

ঘোড়াঘাট উপজেলার কুলানন্দপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী লাইব্রেরিয়ান মো. আমিনুল ইসলাম দাবি করেছেন, তিনি ২০১২ সালে চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি টাইম স্কেল প্রাপ্য না হলেও এমপিওতে তাঁর উচ্চ ধাপে বেতন পরিবর্তন হয়েছে। তবে কী করে তা ঘটেছে, এ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না।

মধ্যস্থতাকারী যাঁরা : মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে, রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলা ওলামা লীগের সভাপতি ও হোসেনপুর মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি মো. আবদুল হামিদ, কছিমননেছা বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাইয়েদুল ইসলাম, দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ উপজেলার দিশবন্দী হাতিশাল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি জাহিদুল ইসলাম এবং বিরামপুর চাঁদপুর ফাজিল মাদ্রাসার নূর মোহাম্মদ এই জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত।

ভাদুরিয়া মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি আতাউর রহমান বলেন, মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি শিক্ষকেরা বেতনবৈষম্য প্রতিকারের জন্য উচ্চ আদালতে রিট আবেদনের চিন্তা করেন। এ লক্ষ্যে উপজেলার সহকারী মৌলভি শিক্ষকেরা গত বছর নবাবগঞ্জ বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় বৈঠক করেন। সেখানে নবাবগঞ্জ উপজেলার দিগবন্দী হাতিশাল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি শিক্ষক জাহিদুল ইসলামকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। সেই কমিটির পক্ষ থেকে জাহিদুল ইসলাম প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক শিক্ষকের কাছ থেকে দেড় হাজার টাকা, দ্বিতীয়বার ৫০০ টাকা এবং তৃতীয়বার এক হাজার টাকা করে আদায় করেন। একপর্যায়ে তিনি মোট ২৬ হাজার টাকা দেন। চলতি বছরের জুলাই মাসে তাঁর উচ্চতর স্কেলে বেতন আসে। উচ্চ আদালতে রিট এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির রেজ্যুলেশন ছাড়া কীভাবে উচ্চতর স্কেলে বেতন এসেছে, এর সদুত্তর জাহিদুল তাঁকে দিতে পারেননি বলে দাবি করেন আতাউর।

এ ছাড়া নবাবগঞ্জের অবৈধভাবে উচ্চতর স্কেল পাওয়া বেশির ভাগ শিক্ষক *প্রথম আলোকে* জানিয়েছেন, তাঁরা জাহিদুল ইসলামের মাধ্যমে পীরগঞ্জের হোসেনপুর মদিনাতুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি আবদুল হামিদকে টাকা দিয়ে উচ্চতর স্কেল নিয়েছেন।

তবে জাহিদুল ইসলাম *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, তিনি আবদুল হামিদকে টাকা দিয়ে উচ্চতর স্কেল নেননি। আতাউর রহমান জোর করে তাঁর কাজের জন্য টাকা দিয়েছেন। অন্য শিক্ষকেরা সরাসরি হামিদকে টাকা দিয়ে কাজ করিয়েছেন।

বিরামপুর ও হাকিমপুর উপজেলার বেশির ভাগ শিক্ষক বলেছেন, চাঁদপুর মাদ্রাসার সহকারী মৌলভি নূর মোহাম্মদ তাঁদের আবদুল হামিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এরপর তাঁরা আবদুল হামিদকে টাকা দিয়ে উচ্চতর স্কেল নেন।

জানতে চাইলে নূর মোহাম্মদ বলেন, আবদুল হামিদ তাঁর স্ত্রীকে ধর্ম বোন মানতেন। এই সুবাদে তাঁর বাসায় আসতেন। তিনি শুধু তাঁর নিজের কাজটি করিয়েছেন। অন্য শিক্ষকদের বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না।

তবে ঘোড়াঘাট উপজেলার শিক্ষকেরা এ বিষয়ে কোনো তথ্য দিতে চাননি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন, আবদুল হামিদকে তাঁরা টাকা দিয়েছেন।

তবে আবদুল হামিদ অভিযোগ অস্বীকার করে *প্রথম আলোকে* বলেন, তিনি কোনো শিক্ষকের কাছ থেকে টাকা নেননি। এসবের মূল হোতা কছিমননেছা বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জাইয়েদুল ইসলাম। তিনি শিক্ষকদের জাইয়েদুলের সঙ্গে শুধু পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

চেষ্টা করেও জাইয়েদুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি। তাঁকে এলাকায় পাওয়াও যায়নি।

জানতে চাইলে পীরগঞ্জ মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মাহাতাব হোসেন বলেন, উচ্চতর স্কেল জালিয়াতি চক্রের সঙ্গে ওই দুই শিক্ষকসহ কয়েকজনের জড়িত থাকার অভিযোগ তিনি শুনেছেন। এই প্রেক্ষাপটে হামিদকে গত ৩০ আগস্ট মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শুনানির জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর রংপুর কার্যালয়ের উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোস্তাক হাবিব বলেন, অভিযুক্ত শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের গত ৩০ আগস্ট থেকে ঢাকায় ডেকে লিখিত জবাব নেওয়াসহ অবৈধভাবে উত্তোলন করা বেতন ফেরত নেওয়া হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া জালিয়াতিতে জড়িত সন্দেহে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের ঢাকা কার্যালয়ের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে।